দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG 02 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল কামিলের মান

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা স্বকীয়তা হারাবে

শর্তের ফাঁদে ছিটকে পড়বে প্রায় সকল মাদরাসা

ইনকিলাব রিপোর্ট

তন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাস্টার্স
ানে উন্নীত করার যুগযুগের গণদাবী রাজনৈতিক ফাঁদে ফেলে আটকে দেয়া হচ্ছে। মান দা
াফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী নানা খোঁড়া যুক্তি দ
পেক্ষা করে জোট সরকারের মেয়াদ শেষের প্রক্কালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজি
কামিলকে মান দানের মুলা ঝুলাতে মড়িয়া হয়ে উঠেছে জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী
র্থক হোক আর নষ্ট হোক জোট সরকারের মেয়াদের ৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখু

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভেতরেই মানদানের চূড়ান্ত ঘোষণা আদায় করতে চাইছে জামায়াত। আর এজন্য জামায়াতে ইসলামীর অযৌক্তিক লবিং-তদবিরে বিব্রত এ লক্ষ্যে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির সদস্যরাও। এ পর্যন্ত ওই কমিটি সাতটি বৈঠক করলেও এখনও আইন সংশোধন, কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় ক্রাইটেরিয়া নির্দিষ্টকরণ, শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামোগত সুবিধা, বিষয়ভিত্তিক মানবণ্টন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত এর কোনটিতেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। নেই অর্থ সংস্থানেরও কোন দিক-নির্দেশনা। এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে জোড়রালো সুপারিশ এসেছে তাতে যেসব মাদ্রাসা ফাজিল কামিলকে মানদানের জন্য বিবেচিত হবে সেসব প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ফাজিল কামিলের জন্য পৃথক ক্যাম্পাস তৈরী করতে হবে। এ ধরনের চিন্তাকে বিরাজমান নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক বলে উল্লেখ করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রধান। গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির সর্বশেষ বৈঠকে প্রাথমিকভাবে ফাজিল কামিলকে মানদানে প্রতি জেলায় একটি করে কামিল মাদ্রাসাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির বিষয়টি অনেকটা সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে বৈঠক শেষে জানা গেছে। তবে এই বৈঠক থেকে বেরিয়েই একাধিক আমলা ও শিক্ষক বলেছেন, মানদানের বিষয়টি রাজনৈতিক কারণে যেভাবে তড়িঘড়ি করার তৎপরতা চলছে তাতে ফাজিল কামিল শ্রেণীতে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাবে। ইসলামী শিক্ষার চেয়ে ফাজিল কামিলের শিক্ষার্থীদের ওপর সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়সমূহের চাপ বেশী পড়বে। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ইসলামী বিষয়গুলোর ৬শ' নম্বরের পাঠ্যবিষয় কমে ৪শ' নম্বরে নামিয়ে বাকি দুশ' নম্বরও সাধারণ বিষয়ে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমিটির একজন সদস্য ইনকিলাবকে জানান, জামায়াতে ইসলামী যেহেতু জোট সরকারের অন্যতম শরিক দল এবং এ কমিটিতে যেহেতু জামায়াতে ইসলামীর আমীর নিজেই সদস্য সেহেতু যেকোন মূল্যে জামায়াতে ইসলামী জোট সরকারের মেয়াদের আগেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মানদানের চূড়ান্ত ঘোষণা চাইছে। তবে তোড়জোড় যাই হোক না কেন যেভাবে মানদানের বিষয়টি এগুচ্ছে তাতে শর্তের বেড়াজালে আটকে যাবে গোটা বিষয়টি। এমন সব শর্ত থাকবে যা হাতেগোনা কয়েকটি মাদ্রাসা ছাড়া অন্যদের পক্ষে সহসা পূরণ করা সম্ভব হবে
না। কমিটির সদস্য এ মন্ত্রী বলেন, যে সংখ
বলা হচ্ছে তাতে ৫০/৬০টি মাদ্রাসা জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্তির সুযোগ পেলেও প্রা
আরো ৯শ' মাদ্রাসার ফাজিল কামিলে
শিক্ষার্থীরা এই ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ থেকে
বঞ্চিত হবে। মাদ্রাসা শিক্ষায়ও নতুন কে
বৈষম্য সৃষ্টি হবে। আর যেভাবেই হোক, জো
সরকারের মেয়াদের ভেতর মাদ্রাসাগুলোকে

সিদ্ধান্ত দিলেও আগামী ২০০৬-০৭ শিক্ষাব
আগে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
উল্লেখ্য, যুগযুগ ধরে দেশে পৃথক ইস
আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী ওঠে
দাবী নিয়ে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারে
শুরু থেকেই স্বরব ভূমিকা পালন করে আস
ফাজিল কামিলকে মানদান প্রশ্নে দেশের আ
সমাজসহ অনড় অবস্থানে রয়েছে জমিয়
মোদারেছীন। কিন্তু হঠাৎ করেই বিষয়টি
রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে মরিয়া হয়ে
জামায়াতে ইসলামী। তারই ধারাবাহিক
ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সর
চিন্তাকে পেছনে ঠেলে জামায়াত জা
বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দায়সারা গো
ফাজিল কামিলের মান আদায়ে লবিং- তা
অব্যাহত রেখেছে।